প্রকৃতির প্রাণময় রূপ ধরা পড়েছে। আর সেই প্রাণময় প্রকৃতির মধ্যে কবি অনুভব করেছেন এক অনন্ত সৌন্দর্যময় সত্তাকে। তাই তিনি বলেছেন —

"আমি দেখিনু তারে
আমার সকল দেখার মাঝে
আমি শুনিনু তারে
আমার সকল শোনার মাঝে।"

কবির এই অনুভূতি ও উপলব্ধি ইংরেজ কবি Wordsworth-এর Divine Presence-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনিও প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি শুধু জড় নয়, তার মধ্যে এক চেতনাময় সত্তা আছে। তাই তিনি বলেছেন —

"To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

আবার শেলী, কীটস্ প্রমুখ ইংরেজ কবিরাও প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকৃতি শুধু সুন্দর নয়, তার মধ্যে এক রহস্যময় আকর্ষণ আছে। তাই তাঁরা প্রকৃতির মধ্যে এক অনন্ত সত্তার সন্ধান পেয়েছেন।

বিহারীলাল চক্রবর্তী ও তাঁর কাব্যে নারী সৌন্দর্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা কাব্যে এক নতুন সুরের কবি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি ও নারী সৌন্দর্য এক অপূর্ব রূপ লাভ করেছে। তাঁর কাব্যে নারী সৌন্দর্য কোনো বাস্তব রূপ নয়, তা এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য। তিনি নারীকে দেখেছেন এক দিব্য সত্তা হিসেবে। তাঁর কাছে নারী হল সৌন্দর্য, প্রেম ও করুণার প্রতীক। তাঁর কাব্যে নারী সৌন্দর্য এক অপূর্ব রহস্যময়তা লাভ করেছে।

কাব্যলক্ষ্মী সারদা দেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত —

"ও কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উষার উদয়াচলে
মুক্ত প্রকৃতিপানে ও চোখদুটি তুলে
ভাল কমলে লোটা অতি অতি রবিরেখা
সর্বাঙ্গে সোনার আভা, সীমন্তে সুকেশরা দুলে
রোমাঞ্চকি কবির জনম এইবারে প্রকৃতি প্রেম। সারদা এসেছে
হৃদে লেগে। সারদার দিব্য রূপকে বর্ণনা করতে গিয়ে সুকবির অন্তরেই যে সব ভাব জেগে উঠেছে, তারই —

Scanned by TapScanner

তুমি শ্রীদির দেবী বিরাজ আদি কমলে
নবীর নয়না নত্যা নয়না জলে দলে
মুখ খানি লোলে জলু জলু কুন্তল
সনাল কমল হাসে বাস করতলে
কপালে শুকতারা অতীব অরুণ হাস্য
নয়ন করুনা সিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে

রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রেমী কবিদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যেভাবে দেখা এবং বিচিত্রভাবে প্রকাশ করেছেন তেমনটি আর কেউ পারেননি। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল, সেখানে তাঁর মনটি ছুটে যেতে চাইত। প্রকৃতি তাঁর কাছে মানবীরূপে ধরা দিত। এমনকি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলেই তিনি বলতে পারেন, 'আমার মাটির পরে শুয়ে তৃণ, তোমার আকাশ চেয়ে আছে আমার মুখে।' প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর এই নিবিড় সম্পর্কের কথা তিনি বারবার বলেছেন। তাঁর 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৫ নং কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর কবি, যেখানে তার যত মধুকর আমার সঙ্গীত পেয়ে ধেয়ে আসে।' তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পূর্ণিমা' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমার হৃদয় তব বিশ্বমাঝে দিবে বিসর্জন।' তাঁর 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি তোমার বিচ্ছেদের এই রূপ দেখিনু শারদ প্রাতে।' তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পথিক' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি পথিক, পথ আমার সাথি।' তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পূর্ণিমা' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমার হৃদয় তব বিশ্বমাঝে দিবে বিসর্জন।' তাঁর 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের 'বিচ্ছেদ' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি তোমার বিচ্ছেদের এই রূপ দেখিনু শারদ প্রাতে।' তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পথিক' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'আমি পথিক, পথ আমার সাথি।'

এই অংশে প্রকৃতির বর্ণনা, এইখানে সেই প্রকৃতির বর্ণনা। এই অংশে কবি প্রকৃতিকে নারীরূপে দেখেছেন। কবি বলেছেন, 'তুমি শ্রীদির দেবী বিরাজ আদি কমলে'। কবি বলেছেন, 'নবীর নয়না নত্যা নয়না জলে দলে'। কবি বলেছেন, 'মুখ খানি লোলে জলু জলু কুন্তল'। কবি বলেছেন, 'সনাল কমল হাসে বাস করতলে'। কবি বলেছেন, 'কপালে শুকতারা অতীব অরুণ হাস্য'। কবি বলেছেন, 'নয়ন করুনা সিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে'।

"প্রকৃতি — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তু বা ধারণা যা মানুষের চিন্তা, কর্ম ও সৃষ্টিকে প্রভাবিত করে, এমন সমস্ত কিছুকে বোঝায়। এটি পৃথিবীর ভূমি, জল, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের তৈরি পরিবেশকেও অন্তর্ভুক্ত করে।"

ঝিঙের বর্ণনায় কবি নিঃস্তব্ধতা এবং জীবন্ততা ফুটিয়েছেন, তেমনই
তারাদের অনন্যতার ছবিও তুলেছেন, তেমনিভাবে তাদের ছায়াটিও
অন্যদেরও কখনও ধার মিলিয়ে যেন নদীতে দেখেছি।

— প্রথম খণ্ডে — দুপুরের বর্ণনায় নিদ্রাহীন নিঝুমতা,
শান্ত দুপুর ঘাট এবং কখনও ঘুঘুর ডাক উঠেছে, অরণ্যের
তাদের ভোরের সকাল মত, অন্যদিকে দাবানলের বর্ণনায়
ভয়াবহতার বিভিন্ন পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন শব্দের ঝংকারে।
— ঠিক ঠিক ছিক ছিক দাউ দাউ হুহু ইত্যাদি শব্দ
যেমন প্রকৃতির রূপবর্ণনায় তুলেছেন, তেমনি আবার দাবানলের
ঝক্কা ঝক্কা হাল্লা ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ধ্বনি প্রভৃতি শব্দের
প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, আর শাস্তি দাবানলকে মেনেছেন
"এসেছে সর্বনাশা কাল", বলে উক্তরায় এই দাবানলের
সর্বনাশী আগুনের কথা, ~~[illegible]~~

প্রকৃত অর্থে সার্থকতায় সারদামঙ্গল কাব্যে
সারদা অবতারিত বাল্মীকির মুখে প্রকাশ হয়ে বিভিন্ন রূপে
একবার দেবী সারদাকে দেখেছেন, একবার প্রকৃতিতে সন্ধান
করেছেন, আবার এই দেবী সারদা উপস্থিত হয়েছে
হৃদয়ে একাকার হয়ে গেছে, তাই, রবীন্দ্রনাথকে
বিহারীলাল অথচ সৌন্দর্যকে বহু বহু বার নিবেদন
বলে দেখেছিলেন, বিহারীলাল ও তেমনি এক সারদাকে
যেন নিঃস্বর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে সারদাকে খুঁজেছিলেন
তাঁকে বিভিন্ন রূপে আবার চেয়েছেন, এই কাব্যেই
সারদাকে অরণ্য সৌন্দর্যের সঙ্গেই বিহারীলাল তাঁর
সারদাকে ঈশ্বরীতে খুঁজে পেয়েছেন, তাই আমার
অন্তরে তিনি বিভিন্ন রূপে নিঃসর্গ চেতনা নিবিড়ভাবে
প্রকাশ পেয়েছে, কখনও বা প্রকৃতি সারদার অনুসন্ধান
ক্রিয়েছে, কখনও বা কবি কল্পনায় ফুটে উঠেছে,
কখনও বা নিঃসর্গের সৌন্দর্যে প্রকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে
আবার কখনও নিঃসর্গে মধ্যে কবির কাব্যের প্রেয়সী
সৌন্দর্যময়ী সারদা, সৌন্দর্যের এক অপরূপ রূপ-বৈচিত্র্য
প্রকৃত প্রেয়সীকে সারদার মধ্যে অসাধারণ রূপকল্প,